

মনীষী চরিত

মাওলানা আহমাদ আলী

- আব্দুল লতীফ*

এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর মুসলমানরা যে শুধুমাত্র রাজশক্তি হারিয়েছিল তা নয়, তাদের সংস্কৃতির উপরও চরম আঘাত এসেছিল। বৃটিশ ভারতে মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন পিছিয়ে পড়েছিল, তেমন ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে এসেছিল চরম অরাজকতা। ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন অনৈসলামিক আচার ও অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শিরক ও বিদ'আতী কার্যকলাপ ইসলামের পালনীয় বিধান হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে মুসলমানগণ ক্রমেই তাদের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। এই অবনতিশীল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য গুরু হয় বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬) সেই আন্দোলনের একজন নিরলস কর্মী হিসাবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যালোচিত হ'ল-

জন্ম ও বংশ পরিচয়:

সাতক্ষীরা যেলার ৭নং আলীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বুলারাটি গ্রামের 'মণ্ডল' বংশের সম্মানিত আলেম পরিবারে ১২৯০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা আহমাদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্সী যীনাতুল্লাহ ও মাতা জগত বিবি। তাঁর ষষ্ঠ পিতৃপুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নবীর আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর আবরদেশ হ'তে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সৈয়দ বংশের এই পরিবারটি ধর্মীয় অনুশাসনের একনিষ্ঠ সেবক হবার কারণে সকলের নিকট 'শরাওয়ালা' (শরীয়ত ওয়ালা) নামে অভিহিত ছিল। সেই সূত্রে বুলারাটিতে মাওলানা আহমাদ আলীর বাড়ী আজও 'মৌলবী বাড়ী' হিসাবে পরিচিত।

শিক্ষা জীবন:

পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত মাওলানা আহমাদ আলীর প্রথম পাঠ গুরু হয় নিজ গৃহেই। বাড়ীতেই তিনি পবিত্র কুরআন এবং বাংলা, উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০০ সালে তাঁর জীবনে ঘটে যায় সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। উচ্চ শিক্ষার ব্রত নিয়ে রাতের অন্ধকারে তিনি পাড়ি জমান কলকাতায়।

কিন্তু কলকাতায় অবস্থান না করে সোজা চলে যান উত্তর প্রদেশের আয়মগড়ে। সেখানে আহলেহাদীছ মাদরাসায় তিন বছর অধ্যয়নের পর কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরবী ব্যাকরণে একজন কৃতি ছাত্র রূপে বরিত হন। অতঃপর 'আলেম' ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর তিনি কৃতিত্বের সাথে ফায়েল বা 'উলা' পাশ করেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'কামেল' (টাইটেল) টেষ্ট পরীক্ষায় সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দুর্ভাগ্য কামেল পরীক্ষার মাত্র ১৪ দিন পূর্বে মাতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁর ভাগ্যে উক্ত ডিগ্রী অর্জন সম্ভব হয়নি। অতঃপর বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর কলকাতার তাঁতী বাগানের 'দারুল হাদীছ' মাদরাসার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল নূর দারভাঙ্গাবীর নিকট 'ছিহাহ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করেন।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কণ্ঠে ছিল মধুর সুর। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের আযান শুনে তাকে লজিং রাখার জন্য বিভিন্ন মহল্লা হ'তে আবেদন আসতে থাকে। সকলের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে তের বাড়ী লজিং নিতে হয়। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে মুরব্বী লজিং মাষ্টার অধিকাংশ দিন তাঁর খাবার সময় নিজ হাতে বাতাস করতেন।

কর্মজীবন (১৯১৭-১৯৬৮ খ্রীঃ/১৩২৩-১৩৮৩ বঙ্গাব্দ): প্রায় শতাব্দী এই মনীষীর শিক্ষা ও কর্মজীবন উভয়ই ছিল সুদীর্ঘ। ১৭ বছরের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই বাগী ও আলেম হিসাবে তাঁর চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্য বশতঃ কর্মজীবনের সূচনাতেই তিনি সাহচর্য লাভ করেন মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সর্বোপরি আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রসেনা মাওলানা আকরাম খাঁর। দীর্ঘ ৪ বছর তাঁর নিকটতম সাহচর্যে থাকার ফলে মাওলানা আহমাদ আলীর সুপ্ত প্রতিভা রওশনদীপ্ত হয়ে উঠে। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সমাজের ভিতকে ময়বুত করতে হ'লে এবং সমাজ থেকে গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও অরাজকতা দূরীভূত করতে হ'লে সর্বাত্মক প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতার। তাই মাওলানা আকরাম খাঁর ব্যক্তিগত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নিজ গ্রাম ২৪ পরগণা যেলার হাকিমপুর জামে মসজিদে ইমামতি ও শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে অত্র অঞ্চলে অগণিত ছাত্র ও গুণগ্রাহী ভক্তের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

অতঃপর সাতক্ষীরা সদর থানাধীন লাবসার জমিদারের ঐকান্তিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'লাবসা মাদরাসায়' সেকেণ্ড মৌলবীর পদ অলংকৃত করেন। এখানে দুই দফায় মোট ২৭ বছর অতিবাহিত হয়। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

১৯৫৬ সালে কলারোয়া থানাধীন সীমান্তবর্তী কাকডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর জীবনে শেষ কীর্তি 'কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা'। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন অত্র মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি। অত্যন্ত সুখ্যাতির সাথে ১২ বছর শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৮ সালে তিনি চাকুরী হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।

সুদীর্ঘ ৫২ বছরের কর্মময় জীবনে শিক্ষকতা ও ইমামতির দায়িত্ব পালন ছাড়াও বাগ্মীতা, সমাজ সেবা, সাহিত্য রচনা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক সুবিশাল পদচারণা ছিল তাঁর। স্বীয় উদ্যোগে উভয় বাংলায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন ১১টি মসজিদ ও ৫৫টি মাদরাসা ও পাঠাগার। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনা করেন ১৬ খানা মূল্যবান পুস্তক। তাঁর লেখনীর অধিকাংশই ছিল সমাজ সংস্কারমূলক এবং যা ছিল রীতি-নীতির অনেক কিছুই বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তি করে রচিত। ফলে সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর লেখনী। এ জন্য তাঁকে অনেক সময় তর্কযুদ্ধেও অবতীর্ণ হ'তে হয়। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাক্যেশ্বর বাহাছ, সাতক্ষীরা যেলায় কালিগঞ্জের বাহাছ এবং খান বাহাদুর আহসানুল্লাহর সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী বিতর্ক অন্যতম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তামাক বিরোধী আন্দোলন। সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে তাঁর অন্যতম ছিল কবর পূজা বিরোধী আন্দোলন, বন্ধকী প্রথা বিলোপ আন্দোলন প্রভৃতি।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দিকাল শিক্ষকতার জীবনে তিনি হাযার হাযার ছাত্রের বরণীয় উস্তাদ হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। তাঁর আমলে বাগের হাট, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও বিশেষ করে সাতক্ষীরা এলাকার বড় বড় আলেম ও উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বাদে প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চপদস্থ তাঁর বহু ছাত্রের মুখে 'আদর্শ শিক্ষক' হিসাবে মাওলানা আহমাদ আলীর উচ্চ মর্যাদার কথা সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে দেখা যায়।

চরিত্রঃ

মাওলানা আহমাদ আলীর চরিত্রে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল লেখনী, বাগ্মীতা, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক গুণাবলীর। সেই সঙ্গে অন্যান্য মানবীয় গুণাবলীর কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা, অতিথি পরায়ণতা, হালাল রোযগারের প্রতি সুস্পষ্ট দৃষ্টি, অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি বিরাগীভাব প্রভৃতি

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর মত পূণ্যবান ছাত্রাবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, উন্নত নৈতিক চরিত্র মাধুর্য, বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সংবেদনশীল অনুভূতি প্রভৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মৃত সুন্যাতকে জীবন্ত করার উদ্যম বাসনা নিয়ে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি।

পরহেযগার ব্যক্তিই ছিলেন তাঁর পরমাত্মীয়। যারা মসজিদের নিয়মিত মুছল্লী ছিলেন, তাদেরকেই তিনি সর্বাত্মে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে নিমন্ত্রণ করতেন।

মাওলানা আহমাদ আলী সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনদের মন্তব্য তুলে ধরে অত্র নিবন্ধের যবনিকা টানতে চাই। ঢাকা হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকা মাওলানা আহমাদ আলীর মৃত্যুতে লিখিত দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে। সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি তাঁর মন্তব্যে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রদল ও তস্য ছাত্রমণ্ডলী, তাঁহার সেবা মূলক কর্মকাণ্ড এবং পুস্তকাদির মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিন সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবেন'। মৃত্যুর ১৮ দিন পূর্বে তাবলীগ জামা'আতে আগত জনৈক সউদী মেহমান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তাঁদের মধ্যে আরবীতে যে কথোপকথন হয় তাতে বিস্তারিত হয়ে উক্ত মেহমান বলেন, 'এই বৃদ্ধ বয়সে কঠিন রোগ শয্যায় শায়িত এমন একজন গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন আলেমের সাক্ষাত ও দো'আ লাভ করে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি'। রোগ শয্যায় শায়িত মাওলানাকে দেখতে গিয়ে বিচারপতি কে, এম, বাকের বলেন, কুঁড়ে ঘরের নীচে এমন রত্ন লুকিয়ে আছে আগে জানতাম না'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ, ন, ম, আব্দুল মান্নান খান বলেন, 'এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলেম কখনো দেখিনি। সাতক্ষীরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে না পারলে জীবনে অনেক কিছুই শেখার বাকী থাকত'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান স্বীয় পত্রে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন একজন গভীর জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্য সম্পন্ন আলেম'। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী মাওলানার মৃত্যুতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী শুধু তোমাদেরকেই ইয়াতীম করেননি; তাঁর তিরোধানে ইয়াতীম হয়েছি আমরা সবাই.....'। বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মনীষীর কর্মময় জীবনালেখ্য শুধুমাত্র তাঁর বংশধরদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য নিঃসন্দেহে প্রেরণার এক মহান উৎস হয়ে থাকবে।।